সম্পাদকীয় / Editorial

চৈত্রশেষের উতলা হাওয়ায় লেগেছে আসন্ন বৈশাখের তপ্ত নিঃশ্বাস। শালপলাশের রক্তিমতায় এসেছে বিবর্ণতা। বসন্তের বিলীয়মান পদছায়ার সাথে পৃথ্বী নিজেকে প্রস্তুত করছে গ্রীষ্মের রুক্ষতাকে বরণ করে নিতে। শেষ বসন্তের হাত ধরে আসে বর্ষশেষের নবরাত্রি উৎসব ও শিববন্দনা। মহারাজ সুরথ প্রবর্তিত বাসন্তিক নবরাত্রি উদ্‌যাপন আমাদের মধ্যে বয়ে নিয়ে আসে এক বিশেষ উদ্দীপনা। এই শুভলগ্নে ভক্তিবিনম্র চিত্তে আমরা আরাধনা করি শঙ্করপ্রাণবল্লভা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাকে - যে মা আমাদের ঘরে, বাইরে, বিশ্বচরাচরে। যিনি আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী - জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধি প্রদায়িনী। এই পরম লগ্নের পরে পরেই আমরা বরণ করবো আরও একটি নববর্ষকে আর পুণঃ শপথ নেব আধ্যাত্মিক ভাবধারায় নিজেদের নিয়োজিত করবার জন্য।

আজ নববর্ষের পুণ্যতিথিতে ভক্তিবিগলিত চিত্তে আমরা স্মরণ করি শ্রীশ্রীগুরুনানক পুত্র, ভগবদ্‌বেত্তা, শিবাবতার-তুল্য পরমযোগী শ্রীশ্রীচন্দ্রজী মহারাজ (শ্রীশ্রীচন্দ্রবাবা)-কে। তিনি স্বয়ং পুরাণপ্রণেতা পুরুষ শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়। আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে যিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্যাগ-যোগের মহিমা ও বৈরাগ্য-উদাসীন ধর্মমার্গের আদর্শ প্রণয়ন করবার উদ্দেশ্যে। তিঁনি সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যুগপুরুষ। মায়ামোহ-ক্লিষ্ট, অজ্ঞান-তিমিরে নিমজ্জিত মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁর অমোঘ আহ্বাণ - "চেতো নগরী, তারো গাম্। অলখ্ পুরুষকা সিম্‌রো নাম।"

বৈদিক আদর্শের ভাবধারাকে রক্ষা ও পুষ্টির যে মহান আদর্শে তিঁনি আমাদের সততঃ উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁর সেই মহান ভাবধারার আদর্শে আমরা যেন নিজেদের কণামাত্র নিয়োজিত করতে পারি - নববর্ষের পুণ্যলগ্নে তাঁর, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে এইটিই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।।

As the calendar ticks by, we can sense the hot breath of summer in the air. The riot of colors on the branches of saal and palash trees has started to grow pale while the earth prepares herself to brace the wrath of the impending summer. The end of the Bengali year brings with it the exuberance associated with the Navratri festival, followed by worship of Lord Shiva on the penultimate day. The Navratri festival, started by Maharaja Surath in the days of yore, brings in special joy in our hearts because it is now that we celebrate with piety the worship of Sree Sree Annapurna Mata – the Supreme Mother who is omnipresent in the nature and in our being and is present amongst us as Sree Sree Maa. One can always feel Her grace in Her boon of knowledge, renunciation and emancipation. Right after Her worship and celebration of Ramnavami, we usher in the Bengali New Year with gaiety and pomp.

On the auspicious occasion of Bengali New Year, we recall with warm reverence the holiness of Shri Shri Chandraji Maharaj (Shri Shri Chandra Baba), the son of Shri Shri Guru Nanakji, who graced this country about five hundred years back to preach the principles of meditation and relinquishment of material pleasures, to follow the path of detachment and devotion. He is Bhagwat-Swarupa, the knowledge-manifest, the embodiment of truth. In his earlier incarnation, he was Maharshi Markandeya, the holy compiler of the Markandeya Purana. He always called upon the distressed mankind, immersed in grief and utter ignorance, to pursue the path of devotion through His sublime preaching "Cheto Nagri, Taro Gaam – Alakh Purushka Simro Naam".

On the auspicious occasion of New Year, we bow our head on the lotus feet of this Holy Saint, to our Guru Maharajas and Sree Sree Maa to seek their blessings so that we can dedicate our humble lives to the holy mission of supporting and sustaining the principles of Vedic spirituality with the purpose of making our lives truly meaningful.